তবে কি টার্গেট ছিল বায়তুল্লাহ্ ধ্বংস করার ?

বায়তুল্লাহ্ রক্তাক্ত। মনের মধ্যে প্রচন্ড ঝড়। কারণ আমি আগে থেকেই আশংকা করছিলাম কোন অঘটন ঘটার। পরিচিত যাঁরা হজ্বে গোছেন তাঁদের কাউকে কাউকে বলেছি আপনারা হয়ত কোন ইতিহাসের স্বাক্ষী হবেন। কিন্তু মুখ ফুটে বলিনি যে কপালে থাকলে হয়ত নিজেই ইতিহাস হয়ে যাবেন। মনের ভিতর আক্ষেপ ছিল ইস যদি এবার হজ্বে যেতে পারতাম। আমার এ চিন্তা ধারার কারণ আমি অনেক দিন ধরে ইয়াজুজ মাজুজ, দাজ্জাল, বর্তমানে তাদের দোসর জায়নিষ্ট, ইহুদী, সিক্রেট সোসাইটি, আল মালহামা ও ৩য় বিশ্ব যুদ্ধ এসব বিষয় নিয়ে পড়ছিলাম। সমস্ত আলামতের বিচারে এবছরটি হলো টার্নিং পয়েন্ট। সে হিসেবে এবারের হজ্ব, বিশ্ব মুসলিমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জামায়েতে কোন অঘটন ঘটার সম্ভাবনা ছিল বেশি। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বিষয়টি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। প্রকৃত ঘটনা আল্লাহ্'ই ভাল জানেন।

ইয়াজুজ মাজুজ, দাজ্জাল, বর্তমানে তাদের দোসর জায়নিষ্ট, সিক্রেট সোসাইটি, আল মালহামা ও ৩য় বিশ্ব যুদ্ধ এসব নিয়ে সহসাই কিছু পোস্ট দিব ইনশা আল্লাহ্।

এবার আসি বায়তুল্লাহ্'র ঘটনা নিয়ে। আগেই বলেছিলাম বিশ্ব রাজনীতি ও ধর্মীয় দিক থেকে এ বছরটি টার্নিং পয়েন্ট। কিন্তু এ টার্নিং পয়েন্ট কার কাছে? মুসলমানদের কাছে? না। তাদের অধিকাংশের অবস্থা তো এই যে তারা হলো কুরবানির গরুর মতো । একটিকে যখন জবাই করছে অন্যটি আরাম করে ঘাস চিবুচ্ছে বা জবর কাটছে। একটির রক্তে যখন স্রোতধারা বইছে, অন্যটি তখন সুখ স্বপ্নে বিভোর। বিশ্বে মুসলিমদের একটার পর একটা শহর যখন বোমার আঘতে

চিহ্নভিহ্ন হচ্ছে তখন আমরা ব্যাস্ত ক্রিকেট ফুটবল নিয়ে, কেউ ব্যাস্ত ক্যরিয়ার নিয়ে, কেউবা ফেসবুক নিয়ে, কেউ ব্যস্ত ফ্ল্যাট, বাড়ী গাড়ী নিয়ে । ইরাক যখন ধ্বংস হল সিরিয়াবাসী তখন থার্টি ফাষ্ট নাইটে উদ্দাম ফুর্তি করেছে। এখন যখন তাদের উপর ব্যারেল বোমা পড়ছে। দুণিয়াতে যে মহপ্রলয় ঘটে চলেছে তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই মুসলিমদের মধ্যে। পৃথিবীর প্রতিটি কোণ আজ মুসলমানদের রক্তে ডুবে গেছে। বর্ণনা দিতে গেলে বিশাল লিখা হয়ে যাবে। যে কাফেররা মুসলিমদের হত্যা করার জন্য ছুরিতে শান দেয় মুসলিম আজ জ্ঞান হারা হয়ে তাদের দিকেই ছুটছে, উন্নত জীবনে আশায় ।

আর কিছু মুসলিম প্রাণপনে লড়াই করে যাচ্ছে। পৃথিবীর প্রতিটা প্রান্তে। আল্লাহ্ তাঁদের অভাবনীয় সাফল্য দিচ্ছেন। প্রায় খালি হাতে তাঁরা চিহ্নভিহ্ন করেছে পরাশক্তি রাশিয়াকে, আম্রিকার অবস্থা চেড়ে দে মা কেন্দে বাঁচি। বিশ্বে প্রায় ২৬টি বিশাল এলাকায় তাঁদের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ শরিয়া কায়েম হয়েছে। দীন সম্পূর্ণ আল্লাহ্'র জন্য হয়ে গেছে। অমুসলিমরা পঙ্গপালের মতো ইসলামের ছায়াতলে ছুটে আসছে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কুফরের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে। কিন্তু দীন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন জন্মসূত্রে বহু মুসলমান। বরং তাদের অনেকে এই যুদ্ধে কাফেদের গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যকারী।

যারা আজ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে নতুন ক্রুসেড করছে সেই কাফেরদের সহযোগী আজকে মুসলিমদের বিরাট অংশ। এরা কাফেদের হয়ে ইসলামদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছে। তারা জানেনা জঙ্গি দমনের নামে, সন্ত্রাস দমনের নামে তারা আসলেই ইসলাম দমনের যুদ্ধে কাফেরদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে। এরা নামাজ রোজা, হজ্ব করছে আবার ওয়ার অন টেরোরিজমের বিরুদ্ধে অথাৎ কাফেদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহযোগিতা করছে। তারা জানে না এই যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আবার অনেকে বুঝলেও নগদ লাভের আশায়, গদি রক্ষার আশায় বা চাকরিতে প্রমোশনের আশায় এই যুদ্ধে সামলি হচ্ছে। কেউ আবার এই কাফেরদের অভিবাবক বানিয়েছে ইসলাম কায়েমের। তাদের ধারনা তারা যদি সহি গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম কায়েম করতে চায় তাহলে কাফেররা গালে চুমু দিয়া তাদের ক্ষমতায় বসাবে ইসলাম কায়েমের জন্য। আফসোস্ এরা আলজেরিয়া, হালের মিশর থেকে শিক্ষা নেয় না।

আবার এক দল আছে তারা চায় মুসলিম দেশ সমূহের সেনাবাহীনি বা ক্ষমতাধররা রাতারাতি সহি দীনে দাখিল হয়ে নবুয়তের আদলে খিলাফা কায়েম করবে। এই শেণীকে দাওয়াত দিতে অসুবিধা

নাই। কিন্তু সন্ত্রসরে বিরুদ্ধে যুদ্ধ তথা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই শ্রেণীটিই কাফেরদের অন্যতম সহযোগী।

বর্তমান বিশ্বের স্বীকৃত ৫৭টি মুসলিম দেশের সরকার, গনতান্ত্রিক দল সমূহ ও তাদের বিশাল সমর্থক গোষ্ঠী, তাদের সব বাহিনী, সরকারী আমলাদের প্রায় সবাই আজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে কাফেরদের চুড়ান্ত ফায়সালাকারী এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।

কাফেরদের নেতা বুশ ঘোষনা করেছে এই যুদ্ধে হয় তুমি বন্ধু না হয় শত্রু (অর্থাৎ হয় তুমি কুফ্ফরের সাথে না হয় ইসলামের সাথে)। আর শত্রু হলে বোমা মেরে প্রস্থর যুগে পাঠিয়ে দিব। আর মুসলিমদের নেতাও ঘোষনা দিলেন, বুশ আমাদের পরাজিত করার অঙ্গিকার করেছে, আর আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিজয়ী করার। অচিরেই আমরা দেখবো আল্লাহ্'র অঙ্গিকারই সত্যি।

যেহেতু এই যুদ্ধ শেষ জামানার আল মালহামার অংশ (আল্লাহু আ'লাম) এবং এব্যপারে রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, এই যুদ্ধে যে কাফেরদের ভয়ে পালিয়ে যাবে বা যে কাফেরদের সাহায্যকারী হবে, তাদের কারো তওবা কবুল হবে না। অর্থাৎ এরা যদি বেচে থাকে, দীনি জিবন যাপন করে এবং খালেস তওবাও করে থাকে তার পরেও এরা জাহান্নামী। মুসলমানদের এই অংশটি চাই সে ইমাম হোক বা মুক্তাদী, রাষ্ট্র নেতা বা সরকারী চাকরীজিবী, আইন রক্ষকারী বা প্রতিরক্ষার লোক বা ব্যবসায়ী, একাডেমিক বা বিচারপতি যারাই এ কাজ করছে, তাদের তওবা কবুল হবেনা। রাসুলুল্লাহ সাঃ এর ঘোষনা অনুযায়ী এরা নিশ্চিত জাহান্নামী।

রাসুলুল্লাহ্ সাঃ বলেছেন এ সময় মুসলমানদের তিনটি ভাগ হবে। একদল পালায়ন করবে, একদল কাফেরদের সাথে যোগ দিবে, এই দুইদল নিশ্চিত জাহান্নামী। এদরে তওবা কবুল হবে না। বাকীরা লড়াই করবে। তাদের এক অংশকে আল্লাহ শহীদ হিসাবে কবুল করবেন, এরা বদর ও ওহুদ দুই শহীদের সওয়াব পাবে। বাকীদের গাজী। এরা কখনো গোমরাহ হবেনা, নিশ্চিত জান্নাতী। দুনিয়া থেকেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত। এঁদের হাতে দুনিয়ায় আল্লাহ্'র সার্বেভৌমত্ব কায়েম হবে। এঁরাই মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল মাহদী ও ইশা ইবনে মরিয়াম আঃ এর সাথী হবেন। কতই না বরকতময় এই জামাত।

এ বছরটি টার্নিং পয়েন্ট হলো কাফেরদের জন্য। বিষেশত ইহুদীদের জন্য। তারা মনে করে
১। 'স্মিতা' ইহুদীদের বিবলিকাল ক্যলেন্ডরের শেষ দিন ১২ই সেপ্টম্বর 2015। ইহুদীদের ধারনা এ দিন তাদের প্রতিশ্রুত মাসিহে দাজ্জাল আসবে। এখানে বলে রাখি, দাজ্জালের অস্তিত্ব রাসুলুল্লাহ্ সাঃ এর জামানায়ই ছিল। তামীম দারি রাঃ এর হাদিস অনুযায়ী সে তখন কোন পরাক্রমশালি জাতির হাতে সাগরের কোন এক দ্বীপে বন্দী ছিল। মুসলমানদের উচিত ছিল কারা সেই জাতি তা গবেষনা করা। যাহোক দাজ্জাল ইহুদীদের মাঝে আসা এবং ইসলামের দৃষ্টিতে খুরুজে দাজ্জাল আলাদা বিষয়। দাজ্জাল ইহুদীদের মাঝে আসা মানে খুরুজে দাজ্জাল নয়। এর পরেও সে আত্বগোপন করে থাকতে পারে। অবশেষে সে এক দিন আত্বপ্রকাশ করেই ফেলবে।

২। 'ফোর ব্লাড মুন' ইহুদীদের বিশ্বাস একটা নিদ্রিষ্ট সময়ে (যাকে তারা টেট্রড বলে) পর পর চারটি লাল রঙ্গের চন্দ্রগ্রহন হলো তাদের জন্য স্বর্গীয় ইশারা বা ডিভাইন সিগন্যাল। ইতিহাসে দেখা যায়, যখনই এই ফোর ব্লাড মুন হয়েছে, তখনই ইহুদীদের জীবনে মর্মান্তিক পরিনতি বা উত্থান হয়েছে। বর্তমানে একটি ফোর ব্লাড মুন টেট্রাড চলছে। এর প্রথম চন্দ্র গ্রহন হয় ০৪ এপ্রিল ২০১৪ তে, ২য়টি হয় ০৮ই অক্টোবর ২০১৪, ৩য় টি হয় ০৪ ই এপ্রিল ২০১৫ এবং শেষটি হবে ২৮ সেপ্টম্বর ২০১৫। তাদের বিশ্বাস এবছর যেহেতু তাদের মসিহে 'দাজ্জাল' আসবে। এতএব এবার তারা দাজ্জালের নেতৃত্বে সারা পৃথিবী দখলে নেবে এবং দাজ্জালের ধর্ম ' New World Order' কায়েম করবে। কাবা (তাদের ভাষায় ব্লেক টিউব) এবং আল আকসা (তাদের ভাষায় ফলস টেম্পল) ধ্বংশ হবে। আল আকসার জায়গায় তারা দাজ্জালের দপ্তর ৩য় হায়কেল বা থার্ড টেম্পল বা সলোমন টেম্পল তৈরী করবে, যাতে সারা দুনিয়ার মানুষ সেখানে প্রর্থনা করতে পারে।

ইহুদীদের এই বিশ্ব দখলের পথে পতিবন্ধকতা হলো ইসলাম ও এর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। একটি হলো আল আকসা। অন্য দুটি হলো বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নব্বী।
ইহুদীদের বিশ্বাস হলো বর্তমানের আল আকসা প্রকৃত সোলেমন টেম্পলকে ভেঙ্গেই করা হয়েছে। তাদের দাবী দাউদ আঃ এর ছেলে সোলায়মান আঃ এখানে বসেই দুনিয়া শাসন করেছেন। তারা এটাও বিশ্বাস করে যে, যার হাতে জেরুসালেমের নিয়ন্ত্রন থাকবে সেই দুনিয়া নিয়ন্ত্রন করবে। তাদের বিশ্বাস আল আকসা যা তাদের ভাষায় পলস টেম্পল ২৩/২৪ শে সেপ্টম্বরে ধুলিষ্যাৎ হয়ে

যাবে যা তাদের সোলেমন টেম্পল স্থাপনে ডিভাইন হেল্প বা ঐশ্বরিক সহায়তা। এদিনটিকে তারা ইয়াওম কিপ্পুর বা প্রায়চিত্তের দিন হিসেবে পালন করে। দিনটি মুসলিমদের ঈদের দিন এবং হজ্বের সময়।

ঐতিহাসিক ভাবে ইহুদীরা ইসমাইল আঃ ও বায়তুল্লাহর প্রতি বিদ্বেষ পোষন করে। তারা বিশ্বাস ও প্রচার করে শেষ জামানা বা End Time এ ঐশ্বরিক ক্রোধে বায়তুল্লাহ ও আল আকসা ধ্বংশ হয়ে যাবে।

আল আকসা মসজিদ চত্তরে পরিকল্পিত সলোমন টেম্পল, যার সমস্ত উপকরনই তৈরী করা। এখন শুধু স্থাপন করার অপেক্ষা

ক্রেন ভেঙ্গে পড়া, ঘটনা না দুর্ঘটনা?

হাজার হাজার টন মাল উঠা নামার জন্য ক্রেন ব্যবহার হয়। সে ক্রেন নিজে নিজেই ভেঙ্গে পড়বে? অথচ আরো অনেক ক্রেন সেখানে ছিল যেগুলি একটুও নড়েনি। ভেঙ্গে পড়া ক্রেনটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং অত্যাধুনিক। এতএব এর স্ট্রাকচার, কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট ও সেইফটি অবশ্যই বিশ্ব সেরা। ক্রেনটি জার্মান মেড। এটি অপারেট হয়েছে, এতএব এর ভিত্তি ছিল মজবুত এবং লোড শেয়ারিং কাউন্টার ওয়েট ছিল পর্যাপ্ত। হজ্বের সময় বায়তুল্লাহ সম্প্রসারন কাজ বন্ধ থাকে। এতএব ধারনা করা যায় বন্ধ করার পূর্বে পর্যাপ্ত সেইফটি চেক করা হয়েছে। এবং এটার নিরাপদে পার্কিং মোডে থাকার কথা ছিল। ঘটনার প্রকৃতি বোঝার জন্য আমাদের এ ধরনের ক্রেনের সম্পর্কে জানা দরকার। ক্রেনের বিভিন্ন অংশ থাকে। তার মধ্যে কাউন্টার ওয়েট যা লোড ব্যালেন্স করে, বুম বা মূল কাঠমো, জিব যে অংশ মাল উঠা নামা বা স্থানান্তর করে। এগুলো এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

১। পতনের সময় ক্রেণটির জিব্ অর্থাৎ যে লম্বা কাঠামো যা দিয়ে মাল স্থানান্তর বা উঠানামা করা হয় সেটি বায়তুল্লাহর দিকে তাক করা ছিল। অর্থাৎ কাউন্টার লোড অপসারন করা হলে ক্রেনটি বায়তুল্লাহর দিকেই পড়বে।

২। ক্রেনটির উচ্চতা এবং ক্রেণের বেজ থেকে কাবার দূরত্ব (নেটের ছবি থেকে নেয়া) প্রায় সমান। অর্থাৎ পড়লে এটির উপরের অংশ কাবার উপরই পড়বে।

৩। ক্রেনটি স্থাপিত ছিল কাবা বরাবর। অর্থাৎ ৯০ ডিগ্রি কোণে পড়লে সেটা কাবার উপরে গিয়ে পড়তো। বিশাল আকারের হুকের আঘাতে ভেঙ্গে পড়তো কাবার পুরাতন দূর্বল কাঠামো।

৪। মোবাইলে ধারনকৃত ভিডিও থেকে দেখা যায়, পতনের সময় ক্রেনটির বুম মানে মূল কাঠামো অক্ষত ছিল। অর্থাৎ সেটা ঝড়ে বেঁকে কিংবা দুমড়ে মুচড়ে যায়নি।

৫। ঝড়ে সরে যাওয়ার পরেও ক্রেনের হুকটি কাবা শরীফের কাছেই পড়েছে। বাতাসের চাপে বেঁকে গিয়ে কাবা থেকে এর দুরত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

৬। রোটেক্স গিয়ার সম্পূর্ণ উপড়ানো এবং অক্ষত। কাউন্টর ওয়েট থেকে রোটেক্স গিয়ার মনে হয় সযত্নে খোলা। এটি ভেঙ্গে পড়লে অক্ষত থাকতো না। বেঁকে বা ভেঙ্গে যেত।

৭। কর্তৃপক্ষ দাবী করেছে যে, কাউন্টর ওয়েট রোপ বজ্রপাতে ছিড়ে যাওয়ার কারণে ক্রেনটি ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু মোবাইলে ধারনকৃত ভিডিওতে পতনের সময় কোন বজ্রপাতের আলো দেখা যায়নি। যদিও ক্রেণের উপর বজ্রপাতের একটি ছবি নেটে আছে। বজ্রপাতটি ঐ

সময় হয়েছে কিনা বা ছবিটি গ্রাফিক্সে করা কিনা তা নিশ্চিত নয়। তবে এটা নিশ্চিত ক্রেণ পতনের সময় কোন বজ্রপাত ক্রেনটিকে আঘাত করেনি। বজ্রপাত আগে হয়ে থাকলে ক্রেনটি তখই পড়ার কথা।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায় এটা পবিত্র কাবা শরীফকে ধ্বংস করারা জন্য মুনাফেক ইহুদী চক্রের অত্যন্ত সুপরিকল্পিত হামলা। মহান আল্লাহ প্রচন্ড ঝড়ের মাধ্যমে তাদের সে প্রচেষ্টকে ব্যার্থ করে দিয়েছেন। আল্লাহু আ'লাম।

কাবা প্রতিটি মুসলিমের আবেগের কেন্দ্র বিন্দু। ঐ কালো গিলাফে মুসলমানের কতো আবেগ ভালোবাসা জমা হয়ে আছে তা একমাত্র একজন মুসলিম তাঁর হৃদয় দিয়েই অনূভব করতে পারেন। দুনিয়ার কোন মানুষ তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারবে না। যত বাধা বিপত্তিই হোক এই হজ্জেই বিশ্ব মুসলিম নেতৃত্ব সরাসরি অথবা তাদের বিশ্বস্ত কারো মাধ্যেমে যোগাযোগের সুযোগ পান। কারণ যাঁরা প্রকৃত মুসলিম ও তাঁদের নেতা, যাঁরা বিশ্বব্যাপি দাওয়াত ও জিহাদের আন্জাম দিয়ে মুসলিম উম্মাকে আবার নবুয়তের আদলে খিলাফা'র পথে নিয়ে যাচ্ছেন কাফের ও তাদের দোসর মুসলিম মুনাফেক সরকার সমূহ ও তাদের বাহীনি আজ তাদের পৃথিবীর প্রতিটি কোনে আটকিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশেও হজ্জে যেতে পুলিশ ভেরিফিকেশন লাগে। সমস্ত মাধ্যমে চলছে নজরদারী। এই হজ্জকে নিয়েই কুফর শক্তির মারাত্বক চিন্তা। কিভাবে এটাকে মুসলমানের কাছে খাটো করা যায়, কিভাবে এটাকে সীমিত করা যায়। অথচ হারাম শরীফের সম্প্রসারনে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এই কাফেররা।

আসছে ২৩/২৪ সেপ্টম্বর মুসলমানদের কলিজার টুকরা আল আকসাকে ধুলিস্বাৎ করার কথা বলে আসছে ইহুদীরা। প্রতিদিনই আল আকসায় মুসলমানদের উপর হামলা হচ্ছে, প্রবেশে বাধা দিচ্ছে কাফেররা। সমস্ত মুসলিম এখনই বেরিয়ে না পড়লে তারা হয়ত তা ভেঙ্গেই ফেলবে। অতীতেও তারা বহু বার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে সারা বিশ্ব থেকে বাধার কারণে। তাই আসুন

যার যেখান থেকে সম্ভব আওয়াজ তুলি। আল্লাহ্ আমাদের হেফাজত করুন। তাঁর দিনের জন্য কবুল করুন। আমীন।